প্রথম আলো

তারিখ: ১-১ JUN 2013
পৃষ্ঠা ..... কলাম .....

চট্টগ্রাম শহরে অনুমোদনহীন নামসর্বস্ব কলেজ

নিজাম সিদ্দিকী, চট্টগ্রাম ●

চট্টগ্রাম নগরের বিভিন্ন এলাকার অলিগলিতে নামসর্বস্ব অর্ধশতাধিক কলেজ গড়ে উঠেছে। বহুতল ভাড়াবাড়িতে গড়ে ওঠা এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা বোর্ডের অনুমতি ছাড়াই চলছে ছাত্র ভর্তি ও পাঠদান। এমনকি কোনো কোনোটিতে আবাসিক সুবিধাও রাখা হয়েছে।

চট্টগ্রাম নগরের চকবাজার, জামালখান, খুলশী, হালিশহর, আগ্রাবাদ, পাহাড়তলী, কর্নেলহাট, কৈবল্যধাম বিশ্বব্যাংক কলোনি এলাকায় এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, একই এলাকায় পাশাপাশি অথবা ১০০ থেকে ১৫০ গজ ব্যবধানে অনেকগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। কলেজ হিসেবে এগুলোর কোনো অনুমতি নেই। আবার কোনো কোনোটি এক জায়গার অনুমোদন নিয়ে অন্য জায়গায় অবৈধভাবে শাখা ক্যাম্পাস হিসেবে তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে। আবার কোনো কোনোটি বিভিন্ন ইউনিটের নাম দিয়ে নগরের নানা জায়গায় শাখা খুলে চলেছে।

এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক সুমন বড়ুয়া বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের অনুমতিবিহীন কলেজে ভর্তি হতে বারণ করেছি। বোর্ডের ওয়েবসাইটে অনুমোদিত কলেজের নাম উল্লেখ রয়েছে। তা ছাড়া এসব প্রতিষ্ঠান থেকে বোর্ডের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ নেই।'

এক জায়গার অনুমতি নিয়ে অন্য স্থানে প্রাতিষ্ঠানিক কাজ চালানোর অভিযোগ প্রসঙ্গে সুমন বড়ুয়া বলেন, 'আমরা খোঁজ পেলে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।'

জানা যায়, এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নানা ধরনের চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে অভিভাবক-শিক্ষার্থীদের প্রলুব্ধ করে। যেমন, আবাসনসুবিধা, শ্রেণীকক্ষে পড়াশোনা (কোনো গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন নেই), নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, সমৃদ্ধ পাঠাগার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা, বিনা মূল্যে ল্যাপটপ ও বিভিন্ন প্রযুক্তিপণ্য সরবরাহ ইত্যাদি। আর এসব দেখে সহজেই আকৃষ্ট হচ্ছেন অভিভাবক-শিক্ষার্থীরা।

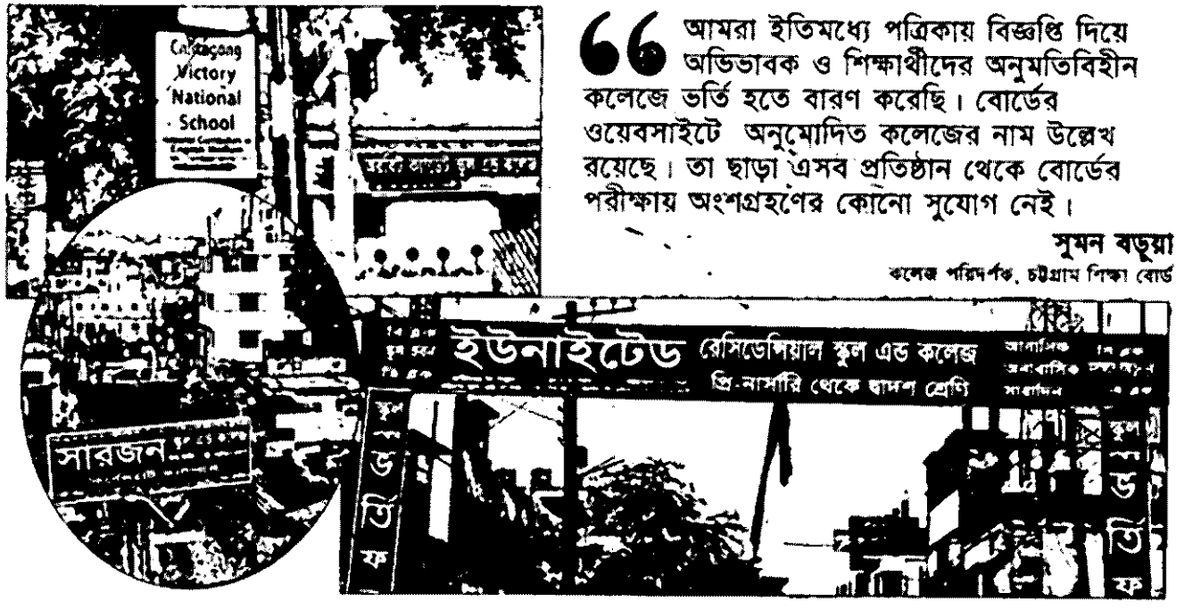

অনুমোদনহীন কলেজের প্রতি ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা সম্পর্কে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ শেখর দস্তিদার বলেন, 'এটা শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের কুফলই বলব। অনেকেই পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখেই এগুলোর প্রতি আগ্রহী হচ্ছে। তা ছাড়া পরীক্ষায় পাস করা শিক্ষার্থীর তুলনায় ভালো কলেজের সংখ্যা কম হওয়ার কারণেও কেউ কেউ বাধ্য হয় এখানে পড়তে।'

চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) উপপরিচালক মোহাম্মদ আজিজ উদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এর দ্রুত কোনো সমাধান সম্ভব নয়। কলেজে পর্যাপ্ত আসনসংখ্যা নিশ্চিত করা গেলে এসব কলেজের প্রতি আগ্রহী হবে না শিক্ষার্থীরা। এ জন্য পর্যায়ক্রমে সরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলোকে উচ্চমাধ্যমিকে উন্নীত করা এবং ভালো কলেজগুলোতে দুই পালা চালুর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

অভিযোগ রয়েছে, অনুমোদনহীন এসব প্রতিষ্ঠানসহ সাম্প্রতিক সময়ে অনুমোদন পাওয়া আরও কয়েকটি কলেজে মাত্রাতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায় করা হচ্ছে এবং পরবর্তীকালে অনেক সুবিধাই দেওয়া হচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে আলী হোসেন নামের একজন অভিভাবক বলেন, 'আমাদের কাছ থেকে কলেজের শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র মেরামতের টাকাও চাওয়া হচ্ছে।'

বোর্ড সূত্রে জানা যায়, চট্টগ্রাম মহানগরের কোতোয়ালি, চান্দগাঁও, পাহাড়তলী, বন্দর, পতেঙ্গা ও হালিশহর থানায় বোর্ডের অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ৬৯টি। এর মধ্যে কোতোয়ালি ও পাঁচলাইশ থানায় আর কোনো নতুন কলেজ গড়ে তোলার সুযোগই নেই। তা ছাড়া বন্দর ও পাহাড়তলীতে প্রাপ্যতার চেয়ে বেশি কলেজ রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, এসব এলাকায় জনস্বার্থে অতি গুরুত্বপূর্ণ না হলে নতুনভাবে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হবে না।

বোর্ডের নীতিমালা অনুযায়ী, শিক্ষাবর্ষ শুরুর চার মাস আগে পাঠদানের অনুমতি এবং পাঠদানের মেয়াদ শেষের অন্তত চার মাস আগেই একাডেমিক স্বীকৃতির জন্য বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে চিঠি লিখতে হবে। শহর এলাকায় প্রস্তাবিত কলেজ থেকে নিকটতম কলেজের দূরত্ব কিলোমিটার হতে হবে। আর প্রতি কলেজের জন্য ন্যূনতম ৭৫ হাজার জনসংখ্যা থাকতে হবে। কিন্তু অনুমোদনহীন কলেজগুলো এসব শর্তের মধ্যেই পড়ে না। অনুমোদনের ক্ষেত্রে বোর্ডের কড়াকড়ির কারণে ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে অনুমতি নিয়েছে। বর্তমানে অনুমোদনের অপেক্ষায় ছয়টি কলেজের আবেদন জমা রয়েছে বোর্ডে। এগুলো হচ্ছে অপর্ণাচরণ সিটি করপোরেশন কলেজ, কাট্টলী সিটি করপোরেশন কলেজ, সিটি করপোরেশন কমার্স কলেজ, ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যান্ড কমার্স কলেজ, মহানগর মডেল কলেজ ও চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ। এগুলোর মধ্যে শেষের চারটি কলেজের অনুমোদনের জন্য সরাসরি মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হয় বলে জানা গেছে।

> ❝ আমরা ইতিমধ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের অনুমতিবিহীন কলেজে ভর্তি হতে বারণ করেছি। বোর্ডের ওয়েবসাইটে অনুমোদিত কলেজের নাম উল্লেখ রয়েছে। তা ছাড়া এসব প্রতিষ্ঠান থেকে বোর্ডের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ নেই।
>
> **সুমন বড়ুয়া**
> কলেজ পরিদর্শক, চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড